152

আজকের কাগজ

তারিখ 16 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

সহকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ও প্যানেল প্রসঙ্গে

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সারা দেশব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষক পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। যদিও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিলো বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে ১৯৯২ সালের প্রথমার্ধে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ ছিলো "বিদ্যমান প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকের শূন্যপদসমূহে নিয়োগের জন্য এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য শূন্যপদের নিয়োগের নিমিত্তে প্যানেল তৈরির জন্যে দরখাস্ত আহবান করা যাইতেছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি থানাভিত্তিক কোটা হওয়ায় সাধারণত গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা দরখাস্ত করিয়াছিলো।" আমরা লিখিত পরীক্ষা দিয়ে মেধানুযায়ী উত্তীর্ণ হই। দরখাস্তে মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার কোনো উল্লেখ ছিলো না। অথচ স্বৈরাচার সরকারের আমলে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সরাসরি 'নিয়োগ পত্র' দেয়া হয়েছিলো। যা হোক, আমরা মাননীয় সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করে সেখানেও ভাল করি। এরপর বুকভরা গভীর আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম বেকারত্বের অভিশাপ ও সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে হয়ত এবার মুক্তি পাবো। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা থেকে প্রেরিত নিয়োগের গেজেটে দেখতে পাই, আমাদের নাম এবং রোল নম্বর নেই। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বুঝে নিলাম- হয়তো ভবিষ্যতে সম্ভাব্য প্যানেলে 'নিশ্চয়ই থাকবো'। এক সময়তো হবেই দু'দিন আগে আর পরে।

কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম বর্তমান নিয়োগ দেয়ার পরও সরকারি হিসাব মতে এখনও ৬/৭ হাজার-এর মত 'সহকারি শিক্ষকের' পদ শূন্য রয়েছে। বেসরকারি সূত্রমতে শূন্যপদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রতি 'প্রধান শিক্ষক' পদের জন্যে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। "সহকারি শিক্ষকের" শূন্য পদের জন্যেও না-কি "ভবিষ্যতের সম্ভাব্য শূন্যপদের নিয়োগের জন্যে প্যানেল" না রেখে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন। এতে সরকারের কেবলমাত্র লক্ষ টাকা আয় হবে। কিন্তু আমাদের মত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাজার হাজার বেকার ছেলেমেয়েদের সোনালী ভবিষ্যৎ চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে সরকারি চাকরির বয়সসীমা পার হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মানবিক কারণে 'সহকারি শিক্ষক' পদের জন্যে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে যারা ইতিপূর্বে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও বর্তমান নিয়োগ থেকে বাদ পড়েছে তাদেরকে মেধানুসারে (বিজ্ঞপ্তি শর্তমতে ৬০% মহিলা ও ৪০% পুরুষ কোটা হিসেবে) নিয়োগপত্র দেয়ার জন্যে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ নুরুল আলম, সোনিয়া রহমান,
কোহিনুর বেগম, মিলন চৌধুরী,
দীপায়ন বড়ুয়া,
আসদিঘীর দক্ষিণ পাড়,
চট্টগ্রাম।